কবর

জসীমউদ্‌দীন

কবি-পরিচিতি

জসীমউদ্‌দীন ১৯০৩ সালের ১ জানুয়ারি ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ফরিদপুরের গোবিন্দপুর গ্রাম। তাঁর পিতা আনসারউদ্দিন মোল্লা ও মা আমিনা খাতুন। ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক ও রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আইএ ও বিএ পাস করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এমএ পাস করেন। পাস করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. দীনেশচন্দ্র সেনের অধীনে রামতনু লাহিড়ী গবেষণা সহকারী পদে যোগ দেন। এরপর ১৯৩৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং পরে সরকারি তথ্য ও প্রচার বিভাগে উচ্চপদে যোগদান করেন। কলেজে পড়ার সময় তিনি রচনা করেন বিখ্যাত 'কবর' কবিতা এবং এই কবিতা তাঁর ছাত্রজীবনেই ম্যাট্রিক পরীক্ষার বাংলা পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। জসীমউদ্‌দীনের কবিতায় বাংলার মাঠ, ঘাট, নদী-নালা, বালুচর, চাষীর কুটির, ফুল-পাখি, গ্রামের সাধারণ মানুষ ও তাদের সুখ দুঃখের চিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সেজন্য তাঁকে বলা হয় 'পল্লিকবি'। তাঁর বিখ্যাত *নক্সী কাঁথার মাঠ* কাব্যটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি গান, নাটক ও গদ্যরচনাতেও অবদান রেখেছেন। ১৯৬৯ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিলিট উপাধি প্রদান করে। এছাড়া সাহিত্য-সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার ও একুশে পদকসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৭৬ সালের ১৪ মার্চ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা :

কাব্যগ্রন্থ : *রাখালী* (১৯২৭), *নক্সী কাঁথার মাঠ* (১৯২৯), *বালুচর* (১৯৩০), *ধানখেত* (১৯৩৩), *সোজন বাদিয়ার ঘাট* (১৯৩৪), *এক পয়সার বাঁশী* (১৯৫৬), *মাটির কান্না* (১৯৫৮);

গানের সংকলন : *রঙিলা নায়ের মাঝি*(১৯৩৫), *গাঙের পাড়* (১৯৬৪);

নাটক : *পদ্মাপাড়* (১৯৫০), *বেদের মেয়ে* (১৯৫১), *পল্লীবধূ* (১৯৫৬), *গ্রামের মায়া* (১৯৫৯);

উপন্যাস : *বোবাকাহিনী* (১৯৬৪);

গদ্যরচনা : *চলে মুসাফির* (১৯৫২), *বাঙালির হাসির গল্প* (১৯৬০), *জীবন কথা* (১৯৬৪), *হলদে পরির দেশে* (১৯৬৭), *জার্মানীর শহরে বন্দরে* (১৯৭৫)।

ভূমিকা

জসীমউদ্‌দীনের*রাখালী*কাব্যগ্রন্থ থেকে 'কবর' কবিতাটি সংকলিত হয়েছে।কবিতাটি ষান্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। কাহিনিধর্মী এই কবিতাটিতে সহজ সরল ভাষায় এক গ্রামীণ বৃদ্ধের জীবনের প্রিয়জন হারানোর বেদনার স্মৃতি বর্ণিত হয়েছে। জীবনের শেষ প্রান্তে বৃদ্ধ যে তাঁর আপনজনদের হারিয়ে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছেন, তারই বর্ণনা কবি গভীর সহানুভূতি দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন।

সাধারণ উদ্দেশ্য

জসীমউদ্‌দীনের 'কবর' কবিতাটি পড়ার পর আপনি–

- কবি জসীমউদদীনের কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- সহজ-সরল কৃষক জীবনের সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনার সঙ্গে পরিচিতি লাভ করবেন।

পাঠ-১

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ার পর আপনি–

- দাদুর বেদনা ও কষ্টের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন;
- দাদুর বর্ণনা থেকে দাদির চরিত্র বুঝতে ও লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

এইখানে তোর দাদির কবর ডালিম গাছের তলে,
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।
এতটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মতন মুখ,
পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইত বুক।
এখানে ওখানে ঘুরিয়া ফিরিতে ভেবে হইতাম সারা,
সারা বাড়ি ভরি এত সোনা মোর ছড়াইয়া দিল কারা।
সোনালি উষায় সোনামুখ তার আমার নয়নে ভরি
লাঙল লইয়া ক্ষেতে ছুটিতাম গাঁয়ের ও-পথ ধরি।
যাইবার কালে ফিরে ফিরে তারে দেখে লইতাম কত
এ কথা লইয়া ভাবি-সাব মোরে তামাশা করিত শত।
এমনি করিয়া জানি না কখন জীবনের সাথে মিশে
ছোট-খাট তার হাসি ব্যথা মাঝে হারা হয়ে গেনু দিশে।

বাপের বাড়িতে যাইবার কালে কহিত ধরিয়া পা
"আমারে দেখিতে যাইও কিন্তু উজান-তলীর গাঁ"
শাপলার হাটে তরমুজ বেচি দু পয়সা করি দেড়ী,
পুঁতির মালার একছড়া নিতে কখনও হত না দেরি।
দেড় পয়সার তামাক এবং মাজন লইয়া গাঁটে,
সন্ধ্যা বেলায় ছুটে যাইতাম শ্বশুরবাড়ির বাটে!
হেস না–হেস না– শোন দাদু, সেই তামাক মাজন পেয়ে,
দাদি যে তোমার কত খুশি হত দেখিতিস যদি চেয়ে!
নথ নেড়ে নেড়ে কহিত হাসিয়া "এতদিন পরে এলে,
পথ পানে চেয়ে আমি যে হেথায় কেঁদে মরি আঁখিজলে।"
আমারে ছাড়িয়া এত ব্যথা যার কেমন করিয়া হায়,
কবর দেশেতে ঘুমায়ে রয়েছে নিঝ্ঝুম নিরালায়!
হাত জোড় করে দোয়া মাঙ্ দাদু, "আয় খোদা! দয়াময়,
আমার দাদির তরেতে যেন গো ভেস্ত নসিব হয়।"

তারপর এই শূন্য জীবনের যত কাটিয়াছি পাড়ি
যেখানে যাহারে জড়ায়ে ধরেছি সেই চলে গেছে ছাড়ি।
শত কাফনের শত কবরের অঙ্ক হৃদয়ে আঁকি,
গণিয়া গণিয়া ভুল করে গণি সারা দিনরাত জাগি।
এই মোর হাতে কোদাল ধরিয়া কঠিন মাটির তলে,
গাড়িয়া দিয়াছি কত সোনামুখ নাওয়ায়ে চোখের জলে।
মাটিরে আমি যে বড় ভালোবাসি, মাটিতে মিশায়ে বুক,
আয়– আয় দাদু, গলাগলি ধরি কেঁদে যদি হয় সুখ।

এখানে তোর বাপজি ঘুমায়, এইখানে তোর মা,
কাঁদছিস তুই? কী করিব দাদু! পরাণ যে মানে না।
সেই ফাল্গুনে বাপ তোর এসে কহিল আমারে ডাকি,
"বা-জান, আমার শরীর আজিকে কী যে করে থাকি থাকি।"
ঘরের মেঝেতে সপ্‌টি বিছায়ে কহিলাম, বাছা শোও,
সেই শোওয়া তার শেষ শোওয়া হবে তাহা কি জানিত কেউ?
গোরের কাফনে সাজায়ে তাহারে চলিলাম যবে বয়ে,
তুমি যে কহিলা, "বা-জানরে মোর কোথা যাও, দাদু লয়ে?"
তোমার কথায় উত্তর দিতে কথা থেমে গেল মুখে,
সারা দুনিয়ার যত ভাষা আছে কেঁদে ফিরে গেল দুখে!

তোমার বাপের লাঙল জোয়াল দুহাতে জড়ায়ে ধরি,
তোমার মায়ে যে কতই কাঁদিত সারা দিনমান ভরি।
গাছের পাতারা সেই বেদনায় বুনো পথে যেত ঝরে,
ফাল্‌গুনী হাওয়া কাঁদিয়া উঠিত শুনো–মাঠখানি ভরে।
পথ দিয়া যেতে গেঁয়ো পথিকেরা মুছিয়া যাইত চোখ,
চরণে তাদের কাঁদিয়া উঠিত গাছের পাতার শোক।
আথালে দুইটি জোয়ান বলদ সারা মাঠ পানে চাহি,
হাম্বা রবেতে বুক ফাটাইত নয়নের জলে নাহি।
গলাটি তাদের জড়ায়ে ধরিয়া কাঁদিত তোমার মা,
চোখের জলের গহীন সায়রে ডুবায়ে সকল গা।

উদাসিনী সেই পল্লি-বালার নয়নের জল বুঝি,
কবর দেশের আন্ধার ঘরে পথ পেয়েছিল খুঁজি।
তাই জীবনের প্রথম বেলায় ডাকিয়া আনিল সাঁঝ,
হায় অভাগিনী আপনি পরিল মরণ-বিষের তাজ।
মরিবার কালে তোরে কাছে ডেকে কহিল, "বাছারে যাই,
বড় ব্যথা র'ল, দুনিয়াতে তোর মা বলিতে কেহ নাই;

দুলাল আমার, যাদুরে আমার, লক্ষ্মী আমার ওরে,
কত ব্যথা মোর আমি জানি বাছা ছাড়িয়া যাইতে তোরে।"
ফোঁটায় ফোঁটায় দুইটি গণ্ড ভিজায়ে নয়ন-জলে
কী জানি আশিস করে গেল তোরে মরণ–ব্যথার ছলে।

ক্ষণপরে মোরে ডাকিয়া কহিল– "আমার কবর গায়
স্বামীর মাথার মাথালখানিরে ঝুলাইয়া দিও বায়।"
সেই সে মাথাল পচিয়া গলিয়া মিশেছে মাটির সনে,
পরাণের ব্যথা মরে নাক সে যে কেঁদে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।
জোড়মানিকেরা ঘুমায়ে রয়েছে এইখানে তরু ছায়,
গাছের শাখারা স্নেহের মায়ায় লুটায়ে পড়েছে গায়।
জোনাকি–মেয়েরা সারারাত জাগি জ্বালাইয়া দেয় আলো
ঝিঁঝিঁরা বাজায় ঘুমের নূপুর কত যেন বেসে ভালো।
হাত জোড় করে দোয়া মাঙ্ দাদু, "রহমান খোদা! আয়;
ভেস্ত নাজেল করিও আজিকে আমার বাপ ও মায়।"

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

অভাগিনী– যে মহিলার ভাগ্য খারাপ। **আথালে**– গোহালে (আথাল আঞ্চলিক শব্দ, পল্লিকবিদের রচনায় পাওয়া যায়)। **আন্ধার–** আঁধার। **আশিস–** আশীর্বাদ, দোয়া। **কাফন**– মৃতের পোশাক। **কেয়ামত**–শেষ বিচারের দিন, এখানে মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। **ক্ষণপরে**– একটু পরে। **গহীন**–গভীর সাগর । **গাড়িয়া–** পুঁতে দেয়া। **গাঁটে**– কোমরে। **গেঁয়ো–** গ্রামের। **গন্ড–** গাল। **গোর–** কবর। **ঘুমের নূপুর–** বিশেষ অর্থে শব্দ দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। শিশুকে ঘুম পাড়ানোর জন্য যে গান গাওয়া হয় তাকে বলে ঘুম পাড়ানী গান। ঝিঁঝি পোকার শব্দকে এখানে ঘুম পাড়ানী বাজনা বলা হয়েছে। যে বাজনা শুনলে হয়তো ঘুম আরও গাঢ় হয়। খুবই কাব্যিক প্রয়োগ হয়েছে শব্দ দুটির। **জোনাকী**– ছোটো পোকা, যার গায়ের আলো রাতে স্পষ্ট দেখা যায়। **ঝিঁঝিঁ–** এক ধরনের পোকা, তাদের ডাকে ঝিঁঝিঁ শব্দ হয়। **তরেতে**– জন্য। **তরু-ছায়**– গাছের ছায়ায়। **দোয়া মাঙ দাদু**– দোয়া চাও দাদু। **দেড়ী**– দেড় সের। **নথ–** নাকের অলঙ্কার, গহনা। **নাজেল**– নেমে আসা। **নাহি–** গোসল করে। **বাপজি**– বাবা, কোথাও কোথাও সম্বোধনের সঙ্গে 'জি' ব্যবহারের চলন আছে। যেমন, বুজি (বুবু+জি=বুজি)। **নূপুর–** পায়ের অলঙ্কার যা রুম ঝুম শব্দ সৃষ্টি করে। **পরাণ–** প্রাণ, এখানে 'মন' অর্থে ব্যবহৃত। **ফাল্গুনী হাওয়া**– ফাল্গুন মাস হলো বসন্ত কাল, সেই সময়ের হাওয়া। **বাটে**– পথে। **বা-জান–** বাবাজান বা বাপজান, 'জান' এখানে আদর ও সম্মান সূচক শব্দ। **ভেস্ত**– বেহেশত। **মরিবার কালে–** মরার সময়। **মাথাল–** খড় বাঁশের পাতা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি ছাতা বিশেষ। গ্রামের কৃষকেরা হাতে তৈরি ছোটো এ ছাতা মাথায় টুপির মতো করে পরে। রোদ বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচায়। এটি আঞ্চলিক শব্দ। **মরণ-বিষের তাজ–** মরণকে এখানে বিষ বলা হয়েছে। তাজ হলো মুকুট, যা মাথায় পরা হয়। মাথায় বিষের মুকুট পরলে তাকে নিশ্চয় মরতে হবে। কবিতায় শব্দ তিনটির ব্যবহারে মৃত্যুর মতো কঠিন সত্যও হয়ে উঠেছে কাব্যময়। **মজীদ**– মসজিদ (আঞ্চলিক শব্দ)। **সপ**– বিশেষ ধরনের লম্বা ও মোটা ঘাস দিয়ে তৈরি মাদুর। **সোনামুখ–** সোনালী ঊষার মতো সুন্দর রঙভরা মুখ বা চেহারা। **সোনালী ঊষা**– সূর্য ওঠার আগে আকাশের পূর্বদিকে যে লালচে আভা ছড়িয়ে পড়ে তাকেই কবি সোনালি ঊষা বলেছেন। ঊষাকাল হলো সূর্য ওঠার আগের সময়টুকু।

সারসংক্ষেপ

'কবর' কবিতায় বুড়ো দাদু তার জীবনের গল্প শোনাচ্ছেন নাতিকে। বুড়ো তার অতীত সুখের স্মৃতিচারণ করছেন সেই ডালিম গাছের নিচে যেখানে শায়িত আছে তার স্ত্রী। যাকে তিনি পুতুলের মতো লাল টুকটুকে বউ করে ঘরে তুলেছিলেন। যে ঘর-সংসার কিছুই বুঝতো না, পুতুল নিয়ে খেলা করত। পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেলে কেঁদে আকুল হতো। সেই ছোট্ট বউ একসময় স্বামী সংসার বুঝতে শিখল। কোল আলো করে এলো ছেলে-মেয়ে। তখন তিনি বাপের বাড়িতে গিয়েও থাকতে চাইতেন না। বউকে বাপের বাড়ি পাঠালে দাদুও অস্থির হয়ে যেতেন কদিন পরই। হাট থেকে ফেরার পথে পুঁতির মালা, তামাক, মাজন ইত্যাদি ছোটো খাটো জিনিস নিয়ে বউকে দেখে আসতেন। দুচার দিন স্বামীকে না দেখে যে থাকতে পারতো না, সে কেমন করে এখন কবরের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে। তাছাড়া শুধু তো একটা মৃত্যু নয়, আরো অনেক আপন জনের মৃত্যু দেখেছেন তিনি। সেই শোক বহন করছেন তিনি তিরিশ বছর ধরে। প্রতিদিনই তিনি হারানো প্রিয়জনদের কথা ভাবেন, কাঁদেন আর দোয়া চান পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে। নাতিকেও দোয়া করতে বলছেন তার দাদির জন্য, তাঁকে যেন আল্লাহ বেহেশতবাসী করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'কবর' কবিতায় বৃদ্ধ দাদু তার নাতিকে কয়টি কবরের বর্ণনা দিয়েছেন?

ক. তিনটি　　খ. চারটি
গ. পাঁচটি　　গ. ছয়টি

২.জসীমউদ্‌দীনের কবিতায় গ্রামীণ জীবনের আবহ ফুটে উঠেছে–

i. শব্দের ব্যবহারে
ii. উপমার সাহায্যে
iii. চিত্রকল্পের মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

যেতে নাহি দিব হায়
তবু যেতে দিতে হয়
তবু চলে যায়।

৩. উদ্দীপকের ভাব প্রকাশিত হয়েছে নিচের কোন চরণে?

ক. কবর দেশেতে ঘুমায়ে রয়েছে নিঝুম-নিরালায়　　খ. ফাল্গুনী হাওয়া কাঁদিয়া উঠিত শূন্য মাঠখানি ভরে
গ. হাতেতে যদিও না মারিত তারে শত যে মারিত ঠোঁটে　　ঘ. যেখানে যাহারে জড়ায়ে ধরেছি সেই চলে গেছে ছাড়ি

৪. উদ্দীপকে 'কবর' কবিতার যে বিষয়টি ফুটে উঠেছে–

i. কাছের মানুষদের হারানোর ব্যাথা
ii. দূরের মানুষদের আঁকড়ে ধরার প্রবণতা
iii. স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকুলতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii
গ. iii　　ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-২

পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ার পর আপনি–

- দাদুর প্রিয়জনদের আর কে কে তাঁকে ছেড়ে চিরবিদায় নিয়েছে তাদের কথা লিখতে পারবেন;
- দাদুর পুত্রবধূ অর্থাৎ নাতির মা স্বামীর মৃত্যুতে যে শোক পেয়েছিলেন তার বর্ণনা লিখতে পারবেন।

মূলপাঠ

এইখানে তোর বুজির কবর, পরীর মতন মেয়ে,
বিয়ে দিয়েছিনু কাজিদের বাড়ি বনিয়াদি ঘর পেয়ে।
এত আদরের বুজিরে তাহারা ভালোবাসিত না মোটে
হাতেতে যদিও না মারিত তারে শত যে মারিত ঠোঁটে।
খবরের পর খবর পাঠাত, "দাদু যেন কাল এসে
দুদিনের তরে নিয়ে যায় মোরে বাপের বাড়ির দেশে।"
শ্বশুর তাহার কসাই চামার, চাহে কি ছাড়িয়া দিতে
অনেক কহিয়া সেবার তাহারে আনিলাম এক শীতে।
সেই সোনামুখ মলিন হয়েছে ফোটে না সেথায় হাসি,
কালো দুটি চোখে রহিয়া রহিয়া অশ্রু উঠিছে ভাসি।
বাপের মায়ের কবরে বসিয়া কাঁদিয়া কাটাত দিন,
কে জানিত হায়, তাহারও পরাণে বাজিবে মরণ-বীণ!
কী জানি পচানো জ্বরেতে ধরিল আর উঠিল না ফিরে,
এইখানে তারে কবর দিয়েছি দেখে যাও দাদু! ধীরে।

ব্যথাতুরা সেই হতভাগিনীরে বাসে নাই কেহ ভালো,
কবরে তাহার জড়ায়ে রয়েছে বুনো ঘাসগুলি কালো।
বনের ঘুঘুরা উহু উহু করি কেঁদে মরে রাতদিন,
পাতায় পাতায় কেঁপে উঠে যেন তারি বেদনার বীণ।
হাত জোড় করে দোয়া মাঙ্– দাদু! "আয় খোদা দয়াময়!
আমার বু-জির তরেতে যেন গো ভেস্ত নসিব হয়।"

হেথায় ঘুমায় তোর ছোট ফুপু, সাত বছরের মেয়ে,
রামধনু বুঝি নেমে এসেছিল ভেস্তের দ্বার বেয়ে।
ছোট বয়সেই মায়েরে হারায়ে কী জানি ভাবিত সদা,
অতটুকু বুকে লুকাইয়াছিল কে জানিত কত ব্যথা!
ফুলের মতন মুখখানি তার দেখিতাম যবে চেয়ে,

তোমার দাদির ছবিখানি মোর হৃদয়ে উঠিত চেয়ে।
বুকেতে তাহারে জড়ায়ে ধরিয়া কেঁদে হইতাম সারা,
রঙিন সাঁজেরে ধুয়ে মুছে দিত মোদের চোখের ধারা।

একদিন গেনু গজনার হাটে তাহারে রাখিয়া ঘরে,
ফিরে এসে দেখি সোনার প্রতিমা লুটায় পথের পরে।
সেই সোনামুখ গোলগাল হাত সকলি তেমন আছে।
কী জানি সাপের দংশন পেয়ে মা আমার চলে গ্যাছে।
আপন হস্তে সোনার প্রতিমা কবরে দিলাম গাড়ি,
দাদু! ধর-ধর-বুক ফেটে যায় আর বুঝি নাহি পারি।

এইখানে এই কবরের পাশে আরও কাছে আয় দাদু,
কথা কস্ নাক, জাগিয়া উঠিবে ঘুম-ভোলা মোর যাদু।
আস্তে আস্তে খুঁড়ে দেখ দেখি কঠিন মাটির তলে,
দীনদুনিয়ার ভেস্ত আমার ঘুমায় কিসের ছলে।

* * *

ওই দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবিরের রাগে,
অমনি করিয়া লুটায়ে পড়িতে বড় সাধ আজ জাগে।
মজিদ হইতে আজান হাঁকিছে বড় সকরুণ সুর,
মোর জীবনের রোজকেয়ামত ভাবিতেছি কত দূর।
জোড়হাতে দাদু মোনাজাত কর, "আয় খোদা! রহমান।
ভেস্ত নসিব করিও সকল মৃত্যু-ব্যথিত-প্রাণ।"

নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা

আবীরের রাগে– উৎসবের রঙে। **কসাই–** পশু হত্যা করে মাংস বিক্রি করা যাদের পেশা।**গেনু–** গেলাম (আঞ্চলিক শব্দ)। **ঘুম ভোলা**– সহজে যাদের ঘুম ভেঙে যায়। **চামার–** চামড়ার কাজ করা বা জুতা সেলাই করা যাদের পেশা।**চেয়ে–** দেখে। **চোখের ধারা–** চোখের পানি। **জোড়হাতে**– দুই হাতে। **দংশন–** কামড়।**দীন দুনিয়ার**– ইহ জগতের।**পচানো জ্বর**– লাগাতার জ্বর, কোনো সময় যে জ্বর ছেড়ে যায় না। **প্রতিমা–** মূর্তি, (এখানে মেয়েকে প্রতিমা বলা হয়েছে)। **বনিয়াদি ঘর**– ভালো বংশের পরিবার। **মরণ-বীণ–** মৃত্যুর সুর। **মৃত্যু-ব্যথিত প্রাণ**– মৃত্যু যাদের প্রাণে ব্যথা দিয়ে হত্যা করেছে অর্থাৎ যারা এখন মৃত। **যবে–** যখন। **রামধনু**– রঙধনু। **শত যে মারিত ঠোঁটে–** ঠোঁটে বলতে এখানে 'কথা' বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ কর্কশ, শক্ত এবং কষ্টদায়ক কথাকে কবি ঠোঁটের মার বলেছেন। **সদা–** সব সময়।**সোনা মুখ–** সুন্দর মুখ। **হতভাগিনী–** যার ভাগ্য খারাপ।**হেথায়–** এখানে।

সারসংক্ষেপ

নাতির কাছে দাদু নিজের ছেলে ও ছেলের বউ অর্থাৎ নাতির বাবা ও মায়ের মৃত্যুর কথা বলছেন। হঠাৎ করেই ছেলে অসুস্থ হয় এবং মারা যায়। নাতি তখন ছোটো। কাফনে ঢাকা লাশ কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জিজ্ঞাসা করলে দাদু বোবা হয়ে যান। অবুঝ শিশুকে শব্দ উচ্চারণ করে মৃত্যুর ধারণা দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। মৃত্যু যে কত বেদনার ও কত নিষ্ঠুর বাস্তব, তা বোঝানোর ভাষা খুঁজে পাননি দাদু। স্বামীর শোক পুত্রবধূ সহ্য করতে পারলো না। স্বামীর লাঙল

জোয়াল বুকে জড়িয়ে এবং বলদের গলা ধরে দিনরাত শুধু কাঁদতো। এমনই করুণ সে কান্না যে মনে হতো গাছের পাতা পর্যন্ত ঝরে যায়। পথিকের চোখ ভিজে ওঠে। অবশেষে শিশুপুত্রকে রেখে অকালেই সে চিরবিদায় নিলো। মৃত্যুর সময় শ্বশুরের কাছে অনুরোধ করেছিলো স্বামীর মাথালটা যেনো তার কবরের গায়ে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। সে মাথাল পচে গলে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে কিন্তু দাদুর মনের ব্যথার মরণ নেই। নাতিকে তার বাবা-মার জন্য দোয়া করতে বলেন দাদু। অসহায় মানুষ আর কী-ই বা করতে পারে। দোয়া করাই তার শেষ সান্ত্বনা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫. 'মজিদ' শব্দের অর্থ কী?

ক. মসজিদ　　খ. দরগাহ
গ. বেহেশত　　ঘ. মাথাল

৬. 'কবর' কবিতায় ফুটে উঠেছে–

ক. কবির শোক ও বেদনা　　খ. বৃদ্ধ দাদুর শোক ও বেদনা
গ. কবির জীবনের কাহিনি　　ঘ. বৃদ্ধের নাতির শোক ও বেদনা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

ঘরে কান্দে পালা বিলাই গোয়ালে কান্দে গাই।
সকলিত আছে আমার পরাণের দোসর নাই ॥

৭. উদ্দীপকের ভাষারীতির সঙ্গে মিল রয়েছে যে রচনার–

ক. সোনার তরী　　খ. পাঞ্জেরি
গ. কবর　　ঘ. বঙ্গভাষা

৮. উদ্দীপক ও 'কবর' কবিতায় ব্যবহৃত ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য–

ক. গ্রামীণ জীবনের ভাষা　　খ. কৃত্রিম ভাষা
গ. শহুরে জীবনের ভাষা　　ঘ. সাধু ভাষা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

৯. 'কবর' কবিতার পংক্তি সংখ্যা কত?

ক. ১১৮　　গ. ১১৭
খ. ২১৮　　ঘ. ২২০

১০. 'কবর' কবিতায় স্বগতোক্তি হল–

ক. এক গ্রাম্য বৃদ্ধের হাহাকার　　খ. জীবনযন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি
গ.গ্রাম্য মানুষের পারিবারিক জীবন　　ঘ. মৃত্যুযন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

নিষিদ্ধ কল্পনাগুলি বন্ধ্যা তবু
অলক্ষ্যে প্রসব করে অব্যক্ত যন্ত্রণা।

১১. উদ্দীপকের অভিব্যক্তি 'কবর' কবিতার যে চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে–

ক. মৃত্যুঞ্জয়　　খ. বিলাসী
গ. কল্যাণী　　ঘ. বৃদ্ধ দাদু

১২. উদ্দীপক ও 'কবর' কবিতার ভাষ্য–

ক. স্মৃতি　　খ. বিস্মৃতি
গ. অনুশোচনা　　ঘ. বিদ্রূপ

সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :

মাওয়া ঘাটে চানাচুর বিক্রি করে সংসার চালায়গণি মিয়া। ঈদের বাজারে বিক্রি-বাট্টা ভাল হওয়ায় তার মন-মেজাজ আজ বেশ ফুরফুরে। কিন্তু বউ বাপের বাড়ি থাকায় মাঝে-মধ্যে তাকে বিষণ্নতায় পেয়ে বসে। আজ সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বউকে আনতে যাবে। বউয়ের মন ভোলানোর জন্য সে ঘাটের দোকান থেকে চুড়ি, ফিতা, ক্রিম, সাবান কিনে নেয়। উপহারগুলো পেয়ে বউ খুশি হবে মনে করে সে আনন্দচিত্তে শ্বশুরবাড়ির দিকে হাঁটা দেয়।

ক. 'Elegy' শব্দের অর্থ কী?

খ. 'কবর' কবিতায় 'জোড়মানিকেরা' কারা?

গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তু 'কবর' কবিতায় কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "কবর' কবিতা কেবল করুণ কাহিনি নয় আনন্দময় জীবনেরও প্রতিচিত্র।" –উদ্দীপকের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২ :

ছিল আশা মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয়, আমি তোমার সম্মুখে–
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র তোমায়, করিব
মহাযাত্রা।

ক. 'কবর' কবিতাটি কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়?

খ. 'শত যে মারিত ঠোঁটে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের মেঘনাদ 'কবর' কবিতায় কার প্রতিনিধিত্ব করে? –আলোচনা করুন।

ঘ. "কবর' কবিতার বৃদ্ধ দাদুর স্বজন হারানোর বেদনা উদ্দীপকের অন্তর্লোককেও স্পর্শ করেছে।" –মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

নমুনা উত্তর : সৃজনশীল প্রশ্ন

ক.

'Elegy' শব্দের অর্থ শোক-কবিতা।

খ.

'কবর' কবিতায় 'জোড় মানিকেরা' বলতে কবি বৃদ্ধের পুত্র ও পুত্রবধূকে বুঝিয়েছেন।

'কবর' কবিতায় এক বৃদ্ধ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তার নাতির নিকট প্রবহমাণ জীবনের শোকার্ত দিকগুলো তুলে ধরেছেন। স্মৃতিচারণের এক পর্যায়ে বৃদ্ধ তার পুত্র ও পুত্রবধূর কবর দেখিয়ে বেদনার্ত কণ্ঠে তাদের শোকাবহ মর্মান্তিক মৃত্যুর বর্ণনা দেন। বৃদ্ধের স্নেহের পুত্র অকালে মৃত্যুবরণ করেছিল। স্বামীশোকে বৃদ্ধের পুত্রবধূও স্বামীর অনুগামী হয়। নিবিড় প্রণয়ের কারণে স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের বিচ্ছেদ বেদনা সইতে পারেনি। স্বামীকে হারিয়ে বৃদ্ধের পুত্রবধূ সংসারের সমস্ত আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। মৃত্যুর পরও তারা পাশাপাশি কবরে অবস্থান করছে। তাই তাদের 'জোড় মানিকেরা' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

গ.

'কবর' কবিতায় বৃদ্ধ দাদু শাপলার হাটে তরমুজ বিক্রি করে দাদির জন্য উপহার কিনে নিয়ে যেতেন, উদ্দীপকেও গণি মিয়াকে দেখা যায় স্ত্রীর জন্য উপহার নিতে ।

কবিতায় বৃদ্ধ দাদু পুতুল খেলার বয়সে দাদিকে বিয়ে করেছিলেন। খেলার ছলে দাদি সারাদিন বাড়িময় ঘুরে বেড়াতেন। দাদু কখনোই তাকে দৃষ্টির আড়াল করতে চাইতেন না। দাদি যখন বাপের বাড়ি বেড়াতে যেতেন তখন দাদুর কাছে অনুনয় করতেন- তিনি যেন দাদিকে দেখতে বাপের বাড়ি যান।

উদ্দীপকে মাওয়া ঘাটের গণি মিয়া চানাচুর বিক্রেতা। ঈদের বাজার হওয়াতে তার আয়- রোজগারও ভাল হয়েছে। কিন্তু স্ত্রী বাপের বাড়ি অবস্থান করায় মন তার বিষণ্ন থাকে। স্ত্রীর মন ভোলানোর জন্য সে মাওয়া ঘাট থেকে চুড়ি, ফিতা, ক্রিম,

সাবান ইত্যাদি কিনে নেয়। উপহারগুলো পেয়ে তার স্ত্রী খুশি হবে মনে করে সে শ্বশুরবাড়ির পথে পথ চলতে শুরু করে। 'কবর' কবিতায়ও দেখা যায় দাদু তরমুজ বিক্রি করে ওই পয়সা দিয়ে দাদির জন্য পুঁতির মালা আর দেড় পয়সার তামাক ও মাজন কিনতেন। সন্ধ্যাবেলায় দাদু যখন উপহারগুলো নিয়ে দাদির সামনে উপস্থিত হতেন তখন তার আর খুশির সীমা থাকত না। দাদিকে খুশি করার জন্য দাদুর সবসময় একটা সযত্ন প্রয়াস থাকত। উদ্দীপকে গণি মিয়াও চেয়েছে তার স্ত্রীকে সবসময় প্রসন্ন রাখতে। বস্তুত কবিতার বিষয়বস্তু এভাবেই উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ.

'কবর' কবিতায় কেবল করুণ কাহিনি নয় জীবনের কিছু সুখস্মৃতিও ফুটে উঠেছে, যা উদ্দীপকেও পরিলক্ষিত হয়।

প্রত্যেক কবিই জীবনের কোনো না কোনো প্রেক্ষাপট নিয়ে কবিতা রচনা করেন। কবি জসীমউদ্‌দীনের এই প্রেক্ষাপটটি হচ্ছে আবহমানকালের বাঙালির গ্রামীণ জীবন। এই কবিতায় গ্রামীণ সমাজের নানা ঘটনার সমাবেশ ঘটলেও সবচেয়ে বেশি মূর্ত হয়েছে শোকার্ত এক বৃদ্ধের হৃদয়ের হাহাকার। কিন্তু এই শোকের পাশাপাশি কবিতায় কিছু আনন্দঘন মুহূর্তেরও স্ফূরণ ঘটেছে।

উদ্দীপকে মাওয়া ঘাটের নিম্ন আয়ের একজন মানুষের জীবনের খণ্ডচিত্র প্রকাশিত হয়েছে। এই চিত্র শোকের নয়, আনন্দের এবং সুখের। এখানে গণি মিয়া তার স্ত্রীর মন প্রসন্ন করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে। স্ত্রীর জন্য সাবান, ক্রিম, ফিতা ইত্যাদি উপহার সামগ্রী ক্রয় করেছে। 'কবর' কবিতায় দাদুও খুশি হবে বলে দাদির জন্য তরমুজ বিক্রি করে পুঁতির মালা আর তামাক ও মাজন কিনেছে। এভাবে দেখা যায়, উদ্দীপকের গণি মিয়া স্ত্রীর মন রক্ষা করার জন্য যে প্রয়াস চালিয়েছে তার সঙ্গে বৃদ্ধ দাদুর দাদিকে খুশি করার প্রচেষ্টার মিল পাওয়া যায়।

উদ্দীপক এবং 'কবর' কবিতায় আমরা জীবনের কিছু আনন্দঘন চিত্র লক্ষ করি। পুতুল খেলার বয়সে দাদু ও দাদির বিয়ে হয়েছে। দাদির সোনার বরণ মুখ দেখার জন্য দাদু ঘুরে-ফিরে তার দিকে তাকাতেন। দাদি বাপের বাড়ি যাওয়ার সময় দাদুকে খুব অনুনয় করতেন তাকে দেখতে যাওয়ার জন্য। শাপলার হাটে দাদু তরমুজ বিক্রি করতেন। তারপর দাদির জন্য পুঁতির মালা কিনে তাকে দেখতে যেতেন। এভাবে আমরা দেখি কবিতাটিতে দাদুর আনন্দময় জীবনের কিছু চিত্রও হার্দিক ব্যঞ্জনা নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। যদিও কাহিনিটি শোকের আবহে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। তাই বলা যায়, 'কবর' কবিতাটি কেবল শোকের কাহিনি নয়, জীবনের কিছু আনন্দঘন মুহূর্তেরও প্রতিচিত্র।

অ্যাসাইনমেন্ট : সৃজনশীল প্রশ্ন : নিজে করুন

বাইশ বছরের বুকের মানিককে কবরে শুইয়ে দিয়েছে এখানে।
এই ই শেষ নয়, শুনুন; বলি
মেয়েটাকে বিয়ে দিয়েছিলাম পলাশতলী
সেখানেও আকাল! মানুষে মানুষ খায়।
তিন দিনের উপবাসী আর লজ্জা বস্ত্রহীন হয়ে নিদারুণ ব্যথায়।
দড়ি কলসী বেঁধে পুকুরের জলে ডুবে মরেছিল একদিন সন্ধ্যায়।

ক. কাকে 'ঘুম ভোলা মোর যাদু' বলা হয়েছে?
খ. 'মোর জীবনের রোজ কেয়ামত' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ. 'কবর' কবিতায় বৃদ্ধ দাদুর জীবনের কোন কোন ঘটনা উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে? –আলোচনা করুন।
ঘ. "উদ্দীপক এবং 'কবর' কবিতার চরিত্রগুলো যেন একই শোকযন্ত্রণায় কাতর।" –মন্তব্যটি কি যথার্থ? বিচার করুন।

উত্তরমালা : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গ ২. ঘ ৩. ঘ ৪. ক ৫. ক ৬. খ ৭. গ ৮. ক ৯. ক ১০. ক ১১. ঘ ১২. ক